গানের ওপারে

নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত

১

ছোট্ট সুন্দর ঝকঝকে দোতলা বাড়ী। নাম 'সুখসায়র'। সত্যিই যেন ছোট্ট একটি সুখের সাগর, তার থেকে বলা ভাল সুখের মরুদ্যান। শান্তিনিকেতনের কাছে দারন্দা নামক গ্রামে বাড়ীটির অবস্থান। বাড়ীর চার দিকটাই খোলা। সামনে প্রশস্ত মাঠ, যেটি বর্ষাকালে সবুজ ঘাসের চাদরে ঢেকে যায়। সকাল থেকে বিকেল অবধি সেখানে গরু-মোষ মনের আনন্দে চড়ে বেড়ায়। বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে চলে গেছে একটি ছোট রাঙামাটির গ্রাম্য রাস্তা।

ডানদিকে যতদূর দেখা যায় সবুজ ধান ক্ষেত আর বাঁ দিকে অনেক দূরে রাস্তা পেরিয়ে সাঁওতালদের কয়েকটি কুঁড়ে ঘর। বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখলে মনে হয় যেন মানব সভ্যতা থেকে অনেক দূরে এই সুখসায়র।

এই বাড়ীটির মালিক কলকাতার বসু পরিবার। নাম করা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজীব বসু এই বাড়ীটি কিনেছে বছর দুই হল। ওরা কলকাতার বাসিন্দা। শান্তিনিকেতনের এই বাড়ীটি ওদের Weekend retreat। যদিও প্রতি Weekend এ আসা হয়ে ওঠে না রাজীবের কর্মব্যস্ততার জন্য। রাজীবের স্ত্রী housewife হলেও ওদের একমাত্র মেয়ে রক্তিমা, ওরফে রূপু, college এ পড়ে ইংরেজীতে honours নিয়ে কলকাতায়।

এই বাড়ীটির বয়স সাত-আট বছরের বেশী হবে না। দুবছর আগে বাড়ীটি কেনার পর রাজীব, দেবী আর রূপু এটিকে নিপুণভাবে সাজিয়ে তুলেছে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। আর বাড়ীর ঐ সুন্দর রাবীন্দ্রিক নামকরণ খোদ রাজীবেরই করা।

কলকাতার কর্মব্যস্ত, কোলাহল মুখরিত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েকদিন ছুটি পেলেই বসু পরিবার চলে আসে সুখসায়রে। Christmas, পৌষমেলা,বসন্ত উৎসব তো বটেই, এছাড়াও দু একদিন ছুটি পেলেই নিজেদের গাড়ী নিয়ে ওরা এখানে চলে আসে – কয়েকদিন শান্তিতে কাটিয়ে fresh হয়ে কলকাতায় ফিরে যায়। চেষ্টা করে মাসে অন্তত একবার আসার। যদিও caretaker দম্পতি স্বপন আর দুর্গা সবসময়ই থাকে – out house–এ, আর বাড়ীর খুব যত্নও নেয়,তা হলেও ওদের উপর তো সবটা আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

কলকাতার যোধপুর পার্কে সুবিশাল পৈত্রিক বাড়ী থাকলেও দারন্দার এই ছোট্ট, সুন্দর বাড়ীটি কিনতে পেরে রাজীব আর দেবী যারপরনাই খুশী ও পরিতৃপ্ত। ভাবুক প্রকৃতির রূপুও এখানে আসতে খুব ভালবাসে – যেন সুখসায়রে এসে ও নিজেকে অনেক সময় দিতে পারে, নিজেকে অনেক বেশী চিনতে পারে।

২

কিন্তু কোনও সুখই বোধহয় একদম নির্ভেজাল হতে পারে না। গৃহ প্রবেশের কয়েক মাস পর থেকেই ওরা, বিশেষ করে রূপু আর দেবী, কিছু অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করছে সুখসায়রে।

সুখসায়রে তিনতলায় ছাদের পাশেই আছে একটি খুব সুন্দর চিলেকোঠার ঘর। এই ঘরটি রূপুর বড় প্রিয়। যদিও মুলত এই ঘরটি ওরা এখন store room হিসেবেই ব্যবহার করে, কিন্তু এটিকে কোনও মতেই গুদাম ঘর বলা যায় না। রূপু এখানে একটা বইয়ের shelf রেখেছে যেখানে আছে তার পছন্দের সব কবিতা আর গল্পের বই। আর আছে একটা ছোট্ট সোফা আর একটি গোল coffee table; সেখানে বসে রূপু নিশ্চিন্তে পড়াশুনা করে।

একদিন সেই রকম এক শীতের সন্ধ্যায় রূপু চিলেকোঠার ঘরে বসে বই পড়ছে। ঘরের দরজাটা ভেজানো আছে কারণ বাইরে ছাদে বেশ ঠাণ্ডা। রূপুর হঠাৎ মনে হল কে যেন বাইরে ছাদে পায়চারি করছে। ভাবল হয়ত বাবা, মা বা caretaker কেউ এসেছে। ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে রূপু কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। পরে সবাইকে ও জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু রূপু জানতে পারল যে সেই সময় ওদের বাড়ীর কেউই ছাদে ওঠেনি।

এটা ছিল প্রথম দিন। আর একদিন রূপু ওর laptop টা নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে বসে একটা critical appreciation লিখছিল। ঘরের দরজাটা অন্যদিনের মতো ভেজানো। হঠাৎ রূপু শুনল ছাদে যেন কেউ guitar বাজিয়ে গান গাইছে। বেশ অবাক হল। এখন প্রায় রাত ন'টা, চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, দূরে সাঁওতালদের কুটীরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে, এর মধ্যে কে আবার guitar বাজিয়ে গান করবে !

রূপু ঘর থেকে যেই বেরিয়ে দেখতে যাবে ব্যাপারখানা কি, ওমনি সেই গান থেমে গেল। মা দোতলার ঘরে বসে t.v. দেখছিল আর বাবাও একতলার ঘরে বসে পড়াশুনো করছিল। রূপু ওদের ঘটনাটার কথা বলল এবং জিজ্ঞাসা করল কোনও পুরুষ কণ্ঠে গান শুনেছে কিনা।

দেবী বলল, "হুঁ , আমারও মনে হল উপরে, ছাদে কেউ গান গাইছে। হয়তো কেউ জোরে radio বা t.v. চালিয়েছিল।"

"না না", বলল রূপু, "আমার মনে হল যেন কেউ ছাদেই গান গাইছে – এত স্পষ্ট আর জোরালো। কিন্ত কাউকে তো দেখতে পেলাম না।"

আর একদিন। তখন বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। রবিবার দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে রূপু আর দেবী দোতলায় bedroom এ দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা দিচ্ছে। রাজীব গেছে বর্ধমান, - একটা medical seminar attend করতে। এই ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে দেবী আর রূপুর মনে হল কে যেন ছাদে পায়চারি করছে আর উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে। রূপু প্রথমে ভাবল স্বপ্ন দেখছে। চোখ কছলে, কান খাঁড়া করে শুনল। না, ও তো জেগেই আছে আর কোনও পুরুষ কণ্ঠ কবিতাটা বেশ দৃপ্তভাবেই আবৃত্তি করছে। শুনতে বেশ ভালই লাগছে। রূপু দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেবী বলল, "এই বৃষ্টির মধ্যে কে ছাদে কবিতা পাঠ করছে ? চল তো

উপরে গিয়ে দেখে আসি ।" মা ও মেয়ে দরজা খুলে ছাদে ঢুকতেই দমকা হাওয়া আর বৃষ্টির ছাট এসে ওদের মুখে লাগল। কিন্তু ওরা কাউকে দেখতে পেল না। কবিতা আবৃত্তিও এর মধ্যে থেমে গেছে।

এরই মধ্যে রূপুদের কলকাতা- দারন্দা যাতায়াত লেগেই থাকল। মাঝে মধ্যেই, বিশেষত রাতের দিকে ওরা অনুভব করে কেউ ছাদে হেঁটে বেরাচ্ছে, কখনো কখনো বা কবিতা আবৃত্তি করছে- রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ, Shelly বা Keats। আর গলাটা একটি যুবকের বলেই ওদের মনে হল।

রূপু যখনই দারন্দায় আসে বারংবার এই সব অদ্ভুত ঘটনা ওদের যেন একটু চিন্তায় ফেলে দেয়। কাছাকাছি কোনও বাড়ীও নেই যে সেখান থেকে এই সব গান বা কবিতা আবৃত্তির আওয়াজ আসতে পারে। সাঁওতাল বস্তি থেকে তো নয়ই। তাহলে এই গান বা কবিতার উৎস কি?

৩

এরই মধ্যে চিলেকোঠার ঘরে দেবী আর রূপু আরও কিছু জিনিস লক্ষ্য করেছে যার কোনও explanation পায় নি।

একবার অনেকদিন পর কলকাতা থেকে সুখসায়রে এসে ছাদে গিয়ে চিলেকোঠার ঘর খুলল দেবী। সঙ্গে ছিল দুর্গা। ঘরটা ঝাড়পোছ করতে হবে – অনেকদিন তালা বন্ধ পড়ে রয়েছে। ঘর খুলে দেবী দেখল মেঝেতে অনেক পেস্তা বাদামের খোসা পড়ে রয়েছে- যেন কেউ পেস্তা খেয়ে খোলাগুলো মাটিতে ফেলে রেখেছে। দেবী বেশ অবাক হল। last time কলকাতা যাওয়ার আগে ও নিজে দুর্গাকে দিয়ে এই ঘর পরিষ্কার করিয়ে তালা দিয়ে গিয়েছিল। আর এই চিলেকোঠার ঘরের চাবি দেবী সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যায় কারণ এখানে অনেক জিনিস থাকে। দুর্গাও বুঝতে পারছে না এইগুলো কোথা থেকে এলো – ঘর তো বন্ধই ছিল। দেবী রূপু কে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি পেস্তা খেয়েছিলিস?"

রূপু তো অবাক, বলল, "আমরা তো এই সবে এলাম এখানে একসঙ্গে। তুমিই তো প্রথম চিলেকোঠার ঘর খুললে। আর জানো আমি তো কোনরকম বাদামই পছন্দ করি না। তোমরাও তো dry fruits খাও না health reasons এ। তাহলে এই খোসাগুলো কি করে এল? Don't say that of all people বোলপুরের গরীব গ্রামবাসী স্বপন বা দুর্গা pistachio খাবে।" বলল রূপু।

"তাহলে হয়ত কাকে নিয়ে এসে ফেলেছে", বলল দেবী।

"বন্ধ ঘরে কাক নিয়ে এসে পেস্তার খোসা ফেলবে? এইরকম তো শুনিনি কোনোদিন", নিজের মনেই বলল রূপু।

এই সামান্য ব্যাপারটা ওদের খুব অদ্ভুত মনে হলেও দেবী আর রূপু এ নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাল না।

আবার আর এক দিনের ঘটনা। এইবার দোলের সময়। রূপুরা সুখসায়রে এসেছে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব দেখবে বলে। বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপকের সঙ্গে রাজীবের সাহিত্য সভায় আলাপ হয়েছে। খুবই মিশুকে আর সজ্জন ব্যক্তি। ওনার আমন্ত্রনেই রূপুদের এইবার শান্তিনিকেতনে আসা।

রূপু চিলেকোঠার ঘরে বসে ওর প্রিয় বইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে – book shelf টা তেও ধুলো পড়েছে – একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন। রূপু হঠাৎই খেয়াল করল যে গীতবিতানটা, যেটা book shelf এর উপরের তাকে বাঁ দিকে থাকে, ওটা সেখানে নেই। অথচ রূপুর স্পষ্ট মনে আছে February মাসে সরস্বতী পুজোর সময়ে ওরা যখন এখানে last এসেছিল, তখন বইটা ওইখানেই রেখে গিয়েছিল। তারপর তো এই ঘর তালাবন্ধ – আর কারোর ঢোকার কোনও সুযোগই নেই। এইবার এসে রূপুই প্রথম ঘরে ঢুকল এখন। কিছুক্ষণ খুঁজে রূপু গীতবিতানটা পেল একেবারে নিচের তাকে ডান দিকে। ওটা ওখানে কী করে গেল? রূপু ছাড়া কেউ book shelf এ হাত দেয় না। তাও মাকে জিজ্ঞেস করল।

দেবী বলল, "না, না, আমি তোর book shelf এ হাত দিই না – তোর বাবাও তো এই ঘরে প্রায় আসেই না। তুই হয়তো কোনও সময় বইটা নীচের তাকে রেখেছিলিস, ভুলে গিয়েছিস।"

"তাই হবে", বলল রূপু। কিন্তু ওর মনে যেন খটকা লেগেই থাকল। যদিও জানে স্বপন বা দুর্গা book shelf -এর বই এদিক ওদিক করবে না, তাও ওদের রূপু জিজ্ঞেস করল ওরা কিছু book shelf এর বইতে হাত দিয়েছে কিনা। স্বপন আর দুর্গাও বলল যে ওরা কোনও দিন রূপুদের অবর্তমানে চিলেকোঠার ঘরে ঢোকেনি, ঢোকা সম্ভবও না, কারণ চাবি ওদের কাছে থাকে না, আর তাছাড়া রূপুদিদিমনির সম্মতি ছাড়া বইয়ের rack-এ হাত দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এই ঘটনার দুদিন পর একদিন বিকেলে রূপু রোজকার অভ্যাস মতো ছাদে বসে চা খাচ্ছে। বসন্তের ফুরফুরে হাওয়াতে আবহাওয়াটা খুবই মনোরম। সামনের পলাশ গাছটা যেন কেউ লাল রং দিয়ে লেপে দিয়েছে। রূপু ভাবল একটু কবিতা পড়বে। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ও দরজা খুলে চিলেকোঠার ঘরের book shelf থেকে সঞ্চয়িতা টা বের করে ছাদে মিয়ে এসে বসলো। পাতা ওল্টাতে গিয়ে ওর নজর পরল কোনও এক জায়গায় একটি ডাঁটা সমেত গোলাপ ফুল শুকিয়ে পাঁপড়ের মতো হয়ে রয়েছে। রূপু বুঝতে পারছে না এটা এখানে কী করে এল। রূপু গোলাপটা রাখে নি বইয়ের মধ্যে সেটা নিশ্চিত কারণ রূপুকে গোলাপ দেওয়ার মতো কোনও মানুষ এখনো ওর জীবনে আসেনি। দেবীও বেশ অবাক। কারণ দেবী নিশ্চিত যে এই গোলাপটা সঞ্চয়িতাতে দেবী বা রাজীবের রাখার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া বইটা রূপু মাত্র গত বছর বইমেলা থেকে কিনেছিল। তাও দেবী বলল, " ও নিয়ে বেশী ভাবিস না, হয়তো স্বরস্বতী পুজোর ফুল তুই বইটাতে রেখেছিলিস।"

"সেটা হতে পারে", বলল রূপু, "কিন্তু মা, তাহলে তো সেটা গাঁদা ফুল, বা পলাশ ফুল বা ঐরকম কোনও ফুল হবে, গোলাপ তো আর হবে না।"

"তাও ঠিক", বলল দেবী।

এই সব ছোট ছোট, আপাত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাগুলোর কোনও satisfactory ব্যাখ্যা না পেয়ে রূপু আর দেবীর অস্বস্তি লাগত, কিছু কিছু ঘটনা ওরা রাজীবকে বলত, কিছু বা বলতও না। কিন্তু এগুলোকে ওরা আর pursue করত না। কর্মব্যস্ত জীবনে এসব নিয়ে ভাববার সময় ওদের নেই। তারপর কলকাতায় ফিরে এলে, সে তো এক অন্য জগত।

৪

December মাসের মাঝামাঝি। এইবার শান্তিনিকেতনে ঠাণ্ডাটা যেন জাঁকিয়ে পড়েছে। Christmas এর ছুটিতে রূপুরা সুখসায়রে এসেছে। বাবাকে বলে অনেক কষ্টে প্রায় সাতদিন chamber বন্ধ করিয়েছে। এইবার ওদের শান্তিনিকেতন আসার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। রূপুর কুড়ি বছরের জন্মদিন এইবার ওরা সুখসায়রেই পালন করবে। এই প্রথম রূপুর জন্মদিন celebrate করা হবে দারন্দার বাড়ীতে। রাজীবের সাহিত্যসভার কয়েকজন বন্ধু, আর শান্তিনিকেতনে জনাকয়েক পরিচিতদের নিমন্ত্রন করা হয়েছে। কলকাতা থেকে এসেছে রূপুর ছোট মাসী আর মেসো। আর রামপুরহাট থেকে আসবে সুজিত কাকু আর কাকিমা- বাবার, অর্থাৎ রাজীবের ছোটবেলার বন্ধু, এখন রামপুরহাট Govt. ITI College এর অধ্যাপক। তাই রূপুর খুব আনন্দ। আজ একটা জমজমাট gathering হতে চলেছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল। দেবী সব রান্নাবান্না করে, দুর্গার সাহায্যে table layout করল, crockery, cutlery, ইত্যাদি নিপুণভাবে সাজালো। রূপুর আজ জন্মদিন হলেও ও কিন্তু মাকে কাজে সাহায্য করছে।

যথাসময়ে সব অতিথিরা এলেন এবং প্রথাগতভাবে cake cutting-ও সম্পন্ন হল। সব অতিথিরা ওদের সুন্দর সাজানো বাড়ী ঘুরে দেখলেন, দেবী, রাজীব আর রূপুর রসবোধের তারিফ করছিলেন। গানে, আড্ডায়, আর প্রাণখোলা হাসিতে সুখসায়রে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল।

এই আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যেই রাত নটা নাগাদ সুজিত রাজীবকে বলল যে ওর শরীর টা খুব খারাপ লাগছে, অস্বস্তি হচ্ছে, ও তাই স্ত্রী কে নিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছে।

রাজীব আর দেবী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। ডাক্তার হওয়ার দরুন রাজীব বুঝতে চেষ্টা করল সুজিতের ঠিক কী হয়েছে আর কোনও ওষুধ দিলে কিছু উপকার হবে কিনা; অন্যদিকে দেবী বারংবার সুজিত আর ওর স্ত্রী শ্রেয়াকে insist করতে লাগল অন্তত dinner টা খেয়ে বাড়ী যেতে। কিন্তু সুজিত বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে, driver কে ডেকে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল। রাজীবও আর ওদের আটকাল না।

রাতে সব অতিথি চলে যাওয়ার পর রূপু dress change করে দেবীকে বলল gift-গুলো চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে গিয়ে unpack করবে। দেবী বলল, "খুব tired লাগছে রে। আজ থাক। সাড়ে এগারটা বাজে। কাল সকালে দেখিস।"

রূপু বাচ্চাদের মতো বায়না করল, "please মা, আজই দেখি না। আমি নিয়ে যাচ্ছি gift গুলো উপরে। তুমি তাড়াতাড়ি change করে এসো। একটুখানি দেখেই ঘুমাতে চলে যাব।"

অতএব দেবী আর রূপু চিলেকোঠার ঘরে গেল gift গুলো নিয়ে। চারিদিক নিস্তব্ধ – সুনশান – শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। গ্রামটা যেন গভীর ধোঁয়াশায় ঢেকে গেছে। দুরেরে সাঁওতালী বাড়ী গুলোর আলো গুলোও সব নিভে গেছে। ছাদে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া দিচ্ছে- তাই ওরা চিলেকোঠার ঘরের দরজাটা বন্ধ করেই বসল।

রূপু আর দেবী একটার পর একটা gift unpack করছে, এমন সময় মনে হল কে যেন ছাদে পায়চারি করছে। কে আর এত রাতে ছাদে? একটু পরে ওরা দুজনে শুনল যেন একটি ছেলে guitar বাজিয়ে গাইছে, ***"না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে, ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে, কাহারো জীবনে নাহি সুখ।"*** খুব সুন্দর সুরেলা, resonant পুরুষ কণ্ঠ। দেবী আর রূপু মুখ চাওয়াচায়ি করল। এত মনে হচ্ছে live music;

কোনও দুরের radio বা t.v. র গান কোনও মতেই না – loud, clear আর অত্যন্ত সুরেলা। দেবী বলল, "চল দরজাটা খুলে দেখি ছাদে কে গাইছে।"

রূপু বলল, "না মা, আমার ভয় করছে, দরজা খুলে ছাদে যেও না।"

"আরে দাঁড়া না দেখি ব্যাপারটা কি। আয় তুইও সঙ্গে আয়", বলল দেবী।

দরজাটা খুলতেই দেবীর নাকে একটা মিষ্টি scent এর সুবাস এল, আর তৎক্ষণাৎ গানটা বন্ধ হয়ে গেল – চারিদিকে আবার শুনশান – আগের মতো শুধুই ঝিঁঝিঁর ডাক আর নিকষ অন্ধকার। বলাই বাহুল্য, ওরা গানের গায়ককে দেখতে পেল না।

এতদিন এই ধরণের ছোটবড় ঘটনা রূপু আর দেবী মনের ভুল বলে ignore করত, justify করার চেষ্টা করত। আজ কিন্তু ওরা দুজনেই খুব ভয় পেল কারণ এই গান, এই কারোর হাঁটার পায়ের শব্দ রূপু আর দেবী, in full sense, দুজনে একসাথে শুনেছে- দুজনেরই মনের ভুল এটা হতে পারে না। এই চিলেকোঠার ঘরে, এই ছাদে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

খুব পরিশ্রান্ত থাকা সত্ত্বেও রাতে রূপু বা দেবী কারোরই ভাল ঘুম হল না। একটা চিন্তা, একটা অস্বস্তি, একটা অজানা আতঙ্ক ওদের দুজনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে লাগল।

৫

পরের দিন সকালে রাজীব সুজিতকে phone করে ওর শরীরের খোঁজ নিল। সুজিত এখন ভালই আছে। রাতে আর সেরকম কোনও অসুবিধা হয় নি। রাজীব বলল, "আমাদের খুব খারাপ লাগল তোরা না খেয়ে চলে গেলি। সামনের মাসে যখন শান্তিনিকেতনে আসব তখন কিন্তু তোদের আবার একদিন আসতে হবে, আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।" সুজিত বলল, "সে হবে খন। কিন্তু তোরাও তো আমাদের রামপুরহাটের বাড়ীতে কোনোদিন আসিস নি। একবার আয়। আড্ডা মারা যাবে।"

সুজিত যে রাজীবের মেয়ের জন্মদিনে এইভাবে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে চলে গেছিল সেটা রাজীব কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। ওদের দিক থেকে আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি হয় নি তো?

পরের বার যখন রাজীবরা শান্তিনিকেতনে এল, রাজীব ঠিক করল একদিন রামপুরহাট সুজিতের বাড়ী থেকে ঘুরে আসবে – দু ঘণ্টার তো দূরত্ব। এক রবিবার সকালে রাজীব একাই সুজিতের বাড়ী গেল। দেবী ভালমন্দ কিছু রান্না করে রাজীবের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল।

সুজিতের বাড়ীতে দুই বাল্যবন্ধুতে গল্প করতে করতে গত মাসের রূপুর জন্মদিনের কথাটা উঠল। সুজিত নিজেই বলল, "তোরা হয়ত হঠাৎ করে আমাদের birthday party থেকে বেরিয়ে আসাটা ভালোভাবে নিসনি। কিন্তু, we deliberately did it to avoid any unpleasant situation"।

রাজীব চুপ করে শুনছে। ও আর কী বা বলবে ? একটু তো ওদের খারাপ লেগেছিল বটেই।

সুজিত এবার যেটা বলল সেটা শোনার জন্য রাজীব প্রস্তুত ছিল না। সুজিত বলে চলল, "তুই নিশ্চয়ই জানিস না, তোর জানার কথাও নয়, আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে – extra sensory perception বলতে

পারিস। কোনও জায়গায় কোনও negative energy থাকলে, আমি তা সহজেই অনুভব করতে পারি, যেটা সেখানে উপস্থিত আর পাঁচজন হয়ত পারে না।"

রাজীব বলল, "বুঝলাম না। একটু খোলসা করে বল।"

সুজিত বলল, "বলছি। সহজ কথায় কোনও অশরীরী বা প্রেতাত্মা থাকলে আমি তা অনুভব করতে পারি, এমন কি দেখতেও পাই। আমার এই acumen-টা develop করে college এ পড়ার সময় থেকে। তাই তোর জানার কথাও নয়। school ছাড়ার পর থেকে আমাদের মধ্যে তো আর সেইরকম যোগাযোগ ছিল না।

তবে কোথাও কোনও অশরীরী আত্মার উপস্থিতি অনুভব করলে বা তাকে দেখলে আমার শরীরে একটা তীব্র, অস্বাভাবিক feeling হয় – কী হয় ঠিক বলে বঝাতে পারব না, কিন্তু খুব একটা unexplained intense কষ্ট হয়, - দু একবার প্রায় অজ্ঞানের মতোও হয়ে গেছি।

রূপুর birthday party তে তোরা host তিনজন ছাড়া সব অতিথিই আমার অপরিচিত ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেই দেখলাম একটা বছর পঁচিশের ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে – বেশ সুন্দর, bright চেহারা, মাঝারি height, ফরসা, কালো ঝাঁকড়া চুল, গালে ঘন চাপ দাড়ি, পরনে কালো polo neck t-shirt আর blue jeans এর bermuda, গলায় একটা সোনার chain। বাঁহাতে একটা সুদৃশ্য music notes-এর tattoo। কাঁধে একটা guitar।"

"সেরকম তো কেউ সেদিন আমাদের বাড়ীতে আসেনি।"- বলল রাজীব।

"সেটাই তো। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম রূপুর কোনও বন্ধু। কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই আমার সেই intense, peculiar, unexplained অস্বস্তিকর feelings হল, যেটা আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে অসুবিধা হল না যে সেই ছেলেটি কোনও সাধারণ রক্তমাংসের মানুষই নয়। এটি একটি প্রেতাত্মাই বটে।

যদিও আমার এই special faculty-টা অন্যদের থেকে আলাদা আর refined, আমি এই জিনিসটাকে একদম প্রশ্রয় দিতে চাই না, আর এইরকম situation যতদূর সম্ভব avoid করার চেষ্টা করি। তাই সেদিন তোদের কিছু না বলে শ্রেয়াকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি। অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে গেলে আরও scene create হত।

রাজীব আজও তোকে এই কথাটা বলব নাই ভেবেছিলাম। শুধু শুধু তোরা ভয় পাবি, তোদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। আমার কথা বিশ্বাস করা বা না করা সম্পূর্ণ তোর ওপর। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত, ভুতুরে situation টা explain না করলে তোরা আমাকে ভুল বুঝতিস।"

এই বলে সুজিত চুপ করল। রাজীবও চুপ করে মাথা নিচু করে বসে আছে – যেন কী ভাবছে। শ্রেয়া পাশে বসে সব শুনছিল। পরিবেশটা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, serious হয়ে গেল। তাই সেটা হালকা করার জন্য শ্রেয়া বলল, "রাজীবদা আমরা নিশ্চয়ই একদিন আপনাদের বাড়ী গিয়ে dinner করে আসব – বৌদি শুনেছি খুব ভাল রাঁধে – তবে শান্তিনিকেতনে নয়, আপনাদের কলকাতার বাড়িতে যাব। এখন চলুন, lunch করে নিন।"

রাজীব এখনো চুপ করে বসে আছে দেখে সুজিত বলল, "boss অত ভাবিস না; forget this as a bad dream।"

এইবার রাজীব বলল, "সেটা করতে পারলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত। তুই যে ঘটনাটা শোনালি তাতে আমার চিন্তা বেড়ে গেল রে। তোর কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ আমারা , বিশেষ করে রূপু আর দেবী, সুখসায়রে আসার পর থেকেই, কিছু কিছু অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়েছি, যার কোনও explanation হয় না।" রাজীব এইবার সুজিতকে ওদের এই কয়েক মাসের সব paranormal experience গুলোর কথা জানালো। ঠিকই দেবী বা রূপু সুজিতের মতো হয়তো কাউকে সচক্ষে কোনোদিন দেখেনি, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করেছে বৈকি। এই প্রথম রাজীবের চিন্তিত মনে এই সকল অদ্ভুত ঘটনার একটা ক্ষীণ explanation যেন উঁকি মারছে।

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, "শান্তিনিকেতনের বাড়ীটা কীভাবে কিনেছিলিস ? কেনার আগে খোঁজ-টোজ ঠিকঠাক নিয়েছিলিস তো?"

রাজীব বলল, "broker এর মারফত কিনেছিলাম। কেনার আগে তো search করতেই হয় bank loan এর জন্য।"

"আরে গাধা, ওটা তো legal necessity। বাড়ীর ইতিহাস, বাস্তুদোষ, কিছু খোঁজখবর নিস নি?", বলল সুজিত।

"নাহ, সেরকম কিছু নেওয়া হয় নি। বাড়ীটা পছন্দ হয়ে গেল, দাম টাও budget এর মধ্যেই ছিল, তাই আর বেশী খোঁজখবর করার প্রয়োজন বোধ করিনি।" বলল রাজীব।

"আগের owner কে ছিলেন ?" জিজ্ঞেস করল সুজিত।

"Mr & Mrs ধর। Husband engineer, CESC থেকে retire করেছেন, স্ত্রী school teacher। কোলকাতাতেই থাকেন। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার বলেই মনে হয়। আমার ওনাদের সঙ্গে শুধু তিনবার interaction হয়েছিল, দুবার কোলকাতাতে negotiations এর সময় , আর শেষবার registration এর দিন। "

"রাজীব, আমি বলি কি, তুই বাড়ীটার history সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নে। একটা negative energy র সঙ্গে বাস করা বোধহয় তোদের মানসিক আর শারীরিক স্বাস্থের পক্ষে খুব ভাল হবে না।" বলল সুজিত।

৬

বাড়ী ফিরে রাজীব , দেবী আর রূপুর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করল। ঠিক করল একবার বাড়ীর আগের মালিক উৎপল ধর আর ওনার স্ত্রীর সঙ্গে ওদের Midland park এর flat এ গিয়ে দেখা করবে। যদি কিছু জানা যায়। এমনিতেও mutation সংক্রান্ত কিছু document ওদের উৎপল বাবুর কাছ থেকে আনতে হতোই।

রাজীব একটু ইতস্তত করছিল, ওরা যাবে শুনলে উৎপল বাবু কীভাবে react করেন। কিন্তু উৎপল বাবু ওদের সাদরেই আমন্ত্রণ জানালেন, বললেন, "একদিন সন্ধ্যায় phone করে চলে আসুন, কাগজগুলো নিয়ে যাবেন আর আমাদের সঙ্গে এক cup coffee ও খেয়ে যাবেন।"

রাজীব আর বেশী দেরি করলো না। কলকাতায় ফিরেই এক রবিবার সন্ধ্যায় দেবীকে নিয়ে উৎপল বাবুদের Midland park এর বিলাসবহুল flat-এ গেল।

উৎপল বাবু আর স্ত্রী কেয়া ওদের ভালোই অভ্যর্থনা করলেন। উৎপল বাবু প্রয়োজনীয় documents ready করেই রেখেছিলেন, রাজীবের হাতে তুলে দিলেন।

উৎপল বাবুই রাজীবকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা নতুন বাড়ী কেমন লাগছে ? ছাদের যে কাজ টা pending ছিল, সেটা করিয়ে নিয়েছেন তো ?"

রাজীব বলল, "নতুন আর কি ? প্রায় দুবছর তো হতে চলল। হ্যাঁ handover এর পরই ছাদের কাজটা করিয়ে নিয়েছি, না হলে দোতলার bedroom এ খুব damp হচ্ছিল। আপনার বাড়ীর layout টা খুব সুন্দর- interior করার পর আরও ভালো লাগছে। শান্তিনিকেতনে এলে একবার ঘুরে যাবেন।"

উৎপল বাবু হেসে বললেন, "sorry এটা এখন আপনাদের বাড়ী, আমার বাড়ী নয়। Anyway thanks for the compliment।"

রাজীব যেন একটু উসখুস করছে। কাজ তো শেষ হয়ে গেল, সাজানো কথাবার্তাও তো শেষ – এবার তো ওঠার সময় হল, কিন্তু যেটার জন্য ওরা এসেছে, সেই আসল প্রসঙ্গটাই তো উত্থাপন করা হল না।

দেবী এবার রাজীব কে সাহায্য করল। ধর দম্পতির দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা প্রশ্ন করতে পারি ?"

"স্বছন্দে", বললেন উৎপল ধর।

"আপনাদের ছেলে মেয়ে ?" জিজ্ঞেস করল দেবী।

"হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন ?" প্রত্যুত্তরে বললেন উৎপল বাবু, "আপনাদের তো এক মেয়ে, তাই না ?"

"হ্যাঁ", বলল দেবী, "আর চিলেকোঠার এই ঘরটা ওর সব থেকে প্রিয়। আমাকে বলে দিয়েছে আসার সময় uncle দের ধন্যবাদ দিতে ওই ঘরটা তৈরি করার জন্য।"

উৎপল বাবু কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, মিনিট খানেক চুপ করে থাকার পর, যেন কিছু ভেবে নিয়ে, আসতে আসতে বললেন, "আমাদের একমাত্র পুত্র উত্তীয়, ডাকনাম পাপাই।"

"বাড়ী বিক্রীর সময় বলেন নি তো।" বলল রাজীব।

"প্রয়োজন বোধ করি না, তাই বলি নি।" উত্তর এল উৎপল বাবুর কাছ থেকে।

উৎপল বাবু বলে চললেন, "পাপাই ডাক্তার ছিল, medical college এ house staff ছিল। Multi-talented ছেলে ছিল। ডাক্তারি ছাড়াও গান, বাজনা, আবৃত্তি ইত্যাদিতে খুব পারদর্শী ছিল। Medical college এ একটা musical band তৈরি করেছিল, তার guitarist আর vocalist ছিল।"

রাজীব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তে একটু দ্বিধাভরে প্রশ্ন করল, "ছিল মানে ?"

উত্তর এল উৎপল বাবুর কাছ থেকে, "ও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে – drug overdosage। ঘটনাটা শান্তিনিকেতনের বাড়ীর চিলেকোঠার ঘরেই ঘটেছিল- বছর পাঁচেক আগে ১৯শে এপ্রিলের এক বৃষ্টি ভেজা রাতে।

পাপাই চলে যাওয়ার পরই আমরা decide করি বাড়ীটা বেচে দেওয়ার। পাপাইয়ের এত স্মৃতি ঐ বাড়ীর সঙ্গে জড়িত। বাড়ীটা আমি অর্থ দিয়ে করলেও, কী interior decoration হবে, কী bathroom fittings হবে, কী wall painting হবে, কীরকম floor tiles হবে, সব কিছুই ছিল পাপাইয়ের selection। আর হ্যাঁ, ঐ চিলেকোঠার ঘর আর ঐ ছাদ ছিল পাপাইয়ের একছত্র রাজত্ব। যখনই শান্তিনিকেতনে যেত, পড়ার বই নিয়ে, laptop নিয়ে, guitar নিয়ে ছাদে চলে যেত, তা সে শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষাই হোক। ওটাই ছিল ওর ভালবাসার জগৎ।"

এইবার কেয়া ধরা গলায় বললেন, "পাপাই যখন শান্তিনিকেতনের বাড়িটা ভোগ করতে পারলই না – এই বাড়ীটা নিয়ে ওর অনেক স্বপ্ন ছিল- তখন আমরা ঠিক করলাম বাড়ীটা বেচে দেব। একসময় ভেবেছিলাম দুজনে retire করার পর বাকি জীবনটা শান্তিনিকেতনেই কাটিয়ে দেব- কিন্তু পাপাইয়ের মৃত্যু সব কিছু ওলট পালট করে দিল। পাপাইয়ের চলে যাবার পর decision change করে কোলকাতাতেই থেকে গেলাম।"

দেবী আর রাজীব উৎপল বাবুদের সহানুভূতি জানিয়ে, ওদের সম্মতি নিয়ে সুখসায়রের paranormal experience এর কথা ওদের জানালো। কী reaction হবে সে নিয়ে রাজীবের মনে একটু সংশয় ছিল বই কি। এমনিতেই ওরা উৎপল বাবুদের অনেক সময় নিয়ে নিয়েছে।

উৎপল আর কেয়া কিন্তু দেবীদের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনলেন, কোনও বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। সব শুনে উৎপল বাবু বললেন সুজিত যাকে দেখেছে আর দেবী আর রূপু যার presence feel করেছে সুখসায়রে সে উত্তীয় ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

উত্তীয় খুব পেস্তা খেতে ভালবাসত, musk perfume ছিল খুব প্রিয়, guitar ছিল ওর প্রাণ, আর science এর ছাত্র হলেও ইংরাজি আর বাংলা সাহিত্যের প্রতি ওর ছিল অদম্য আকর্ষণ।

উৎপল বাবুদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কেয়া দেবীর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন, "আপনারা নিশ্চিন্তে শান্তিনিকেতনের বাড়ী ভোগ করুন, আমাদের ভাগ্যে তো আর হল না। আমার পাপাইকে তো আমি চিনি, জীবদ্দশায় ও খুব নরম প্রকৃতির sensitive ছেলে ছিল – মরণোত্তর জীবনেও ও কোনোদিন কারোর ক্ষতি করবে না।"

৭

উৎপল ধর দের বাড়ী গিয়ে রাজীবরা অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর পেল। কিন্তু তাতে কী তারা আশ্বস্ত হল? একেবারেই না। বরং সবকিছু জানার পর ওদের মনে, বিশেষ করে রূপু আর দেবীর মনে ভয় দানা বাঁধতে থাকল। এমন ভয়, যে সেটি কখনো কখনো panic reaction-ও trigger করতে লাগল ওদের মনে। যতদিন কিছু জানত না, শুধু সন্দেহ ছিল, ততদিন তাও ঠিক ছিল। এখন সব জেনেশুনে ঐ negative energy র সঙ্গে সুখসায়রে শান্তিতে বাস করা ওদের পক্ষে অসম্ভব।

আগে যখন প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার সুখসায়রে কাটিয়ে না আসলে রাজীবরা হাঁফিয়ে উঠত, এখন ওখানে যাওয়ার কথা ভাবলেই একটা আতঙ্ক ওদের মনে কাজ করতে থাকে। এটা ঠিক নয়। রাজীব বুঝল এটা চলতে দেওয়া চলে না, কিছু একটা করতেই হবে।

শান্তিনিকেতনেই কোনও এক বন্ধুর মারফত রাজীব এক তান্ত্রিকের সন্ধান পেল। তিনি সুখসায়রে এসে, সব কিছু পরিদর্শন করে বললেন যে প্রেতাত্মার প্রভাবেই এই সব ঘটছে এবং এখনই যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে ওদের আরও বিপদ আসতে চলেছে। প্রতিকারের জন্য তিনি যা বিধান দিলেন তাতে বিস্তর খরচ – প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো, কিন্তু তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি নিজেও নিশ্চিত নন! উপরন্তু এই প্রতিকার না করালে উত্তীয়র প্রেত ওদের কলকাতার যোধপুর পার্কের বাসস্থানেও ধাওয়া করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে ওরা কলকাতা পালিয়ে এসেও পার পাবে না। রাজীব স্পষ্টতই বুঝতে পারল, যে এই তান্ত্রিক শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে নিজের রোজকারের ধান্দা করছে। কিন্তু দেবী নারাজ। ও তান্ত্রিক কে দিয়ে যজ্ঞ করানোর জন্য বদ্ধ পরিকর। রাজীব যদি টাকা নাও দেয়, দেবী নিজের সঞ্চয়ের টাকা থেকেই যজ্ঞ করাবে। এই নিয়ে দেবীর সঙ্গে রাজীবের মন কষাকষি পর্যন্ত হয়ে গেল। তবে শেষমেশ অনেক কষ্টে রাজীব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবীকে নিরস্ত করল।

কিন্তু নিরস্ত তো করল। alternative কিছু রাজীবকে ভাবতেই হবে। কারণ এই অচলাবস্থা চলতে থাকলে রাজীবদের এই এত সাধের বাড়ী বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। দেবী আর রূপু এই বাড়ীতে থাকতে নারাজ, - তা সে একদিনের জন্যই হোক বা সব সময়ের জন্যই হোক। বাড়ীটির পেছনে এত টাকা রাজীব invest করেছে। বিক্রি করলে দামও পাবে না। তারপর যদি রটে যায় ভুত আছে, তা হলে তো আর কথাই নেই। বিক্রি করতে চাইলেও খদ্দের পাওয়া ভার হবে। আর সব থেকে জরুরী কথা রাজীবরা তো বিক্রি করার জন্য বাড়ীটা কেনেনি, বাড়ীটা ভোগ করাই ওদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৮

রাজীব কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় ওর মনে পড়লো ওর এক patient এর কথা – নাম বিপ্লব শাস্ত্রী। Astrologer, সঙ্গে তন্ত্র সাধনা আর প্রেত চর্চাও নাকি করেন। ওর card ও উনি রাজীব কে দিয়েছিলেন। এইসবে রাজীব আগে বিশ্বাস করত না বলে visiting card-টা রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই বিপ্লব শাস্ত্রীর phone number রাজীবের কাছে নেই। অতএব বিপ্লব শাস্ত্রীর রাজীবকে পরের বার দেখাতে আসা অবধি রাজীবকে অপেক্ষা করতেই হবে। রাজীবের যেন বেশ অধৈর্য লাগছিল।

কিন্তু, কাকতালীয়ভাবে বিপ্লব শাস্ত্রী রাজীবকে phone করলেন দুদিনের মধ্যেই, একটা ওষুধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য।

রাজীব যেন হাতে চাঁদ পেল। রাজীব বিপ্লব শাস্ত্রীকে ওর সমস্যার কথা বিস্তারিত phone এই বলল। উনি মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর জানালেন যে কোনও আত্মা কোনও কারণে অতৃপ্ত থাকলে তার পূর্বের বাসস্থান ছেড়ে যেতে চায় না। সে যখন রাজীবদের কোনও ভয় দেখাচ্ছে না, বা এখনো পর্যন্ত ওদের কোনও অনিষ্ট করার চেষ্টা করে নি, সেই জন্য এখনই অত ভয় পাওয়ার বা উতলা হওয়ার কিছু নেই।

বরঞ্চ রাজীবের বন্ধু সুজিত ওদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, যদি ও প্রেতাত্মার সঙ্গে কোনোভাবে কথোপকথন establish করে তার মনের সম্পূর্ণ ইচ্ছাটা জেনে নিতে পারে। এতে কাজ না হলে পরে যজ্ঞ ইত্যাদি করা যেতেই পারে, কিন্তু বিপ্লব বাবুর মতে তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে জোড় গলায় কেউ কোনও আশ্বাস দিতে পারবে না।

বিপ্লব শাস্ত্রী রাজীবের পুরানো patient। আর উনি রাজীব কে সঠিক পরামর্শই দেবেন। তাই বিপ্লব শাস্ত্রীর কথাটা রাজীবের মনে ধরল।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সুজিতকে সুখসায়রে নিয়ে আসা। ও তো বলেই দিয়েছে ও এইসব situation যতটা সম্ভব এরিয়ে চলতেই পছন্দ করে। ও কি আসবে? রাজীবদের সাহায্য করবে?

৯

এর মধ্যে বছর ঘুরে আবার এসেছে দোলযাত্রা – বসন্ত উৎসব। কিন্তু আগের বছরের মতো এই বছর রূপু আর দেবীর সুখসায়রে যাওয়ার আগ্রহ নেই। তা সত্ত্বেও ওদের অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজীব রাজি করিয়েছে দোলের ছুটিতে ৩-৪ দিন দারন্দা থেকে ঘুরে আসতে।

দোলের পরদিন ছিল শনিবার। সুজিতের institute ছুটি। তাই যা থাকে কপালে বলে রাজীব সোজা চলে গেল সুজিতের রামপুরহাটের বাড়ীতে। সুজিত কে অনুরোধ করল অন্তত একবারের জন্য যেন সে সুখসায়রে আসে।

সব শুনে সুজিত বলল, "দেখ রাজীব আমার এই special faculty-টা কখনও চাউর করতে চাই না, এটা utilize করে popular হতে চাই না, বা টাকা রোজগার করতে চাই না, instragram এ reels বানাতে চাই না। এটা cultivate করতেও চাই না। এই ক্ষমতা আমার কাছে কীভাবে accidentally চলে আসে সেটা বুঝতেও পারিনি। কিন্তু, এটা আমি enjoy করি না। তোকে বলেছি, এই সব paranormal situation যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি। এতে যথেষ্ট মানসিক চাপ হয় – তাছাড়া আমার high blood pressure আর diabetes আছে, ডাক্তার বলেছে অযথা stress না নিতে।"

রাজীব বলল, "তোর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে একমাত্র তুইই আমাদের সাহায্য করতে পারিস। তুই help না করলে হয়তো আমাদের এই শখের বাড়ীটা বিক্রি করে দিতে হবে।"

অনেক কষ্ট করে, কিছুটা emotional pressure দিয়ে রাজীব শেষমেশ সুজিতকে convince করাল অন্তত একবার সুখসায়রে যেতে। সুজিত কিছুটা নিমরাজি হল, বোধহয় বাল্যবন্ধুর মুখ চেয়েই।

"কিন্তু যেদিন যাব, সেদিন যদি ঐ ছেলেটির দেখা না পাই?", জিজ্ঞেস করল সুজিত।

"তাহলে তোকে আর দ্বিতীয় বার বিরক্ত করব না, কথা দিলাম", বলল রাজীব।

"আচ্ছা, গিয়ে না হয় দেখা পেলাম, কিন্তু ও যদি communicate না করে, কথা না বলে তখন?", আবার প্রশ্ন করল সুজিত।

"বললাম তো," বলল রাজীব, "একবার, শুধু একবার try করব আমরা। fail করলে তোকে second time bother করব না। please ভাইটি, একটা রাতের জন্য চল।"

সুজিত বলল, "তুই এত করে বলছিস। কি করি বল তো। আমার এই সব একদম ভালো লাগে না। তাও, যাব না হয় একদিন। কিন্তু, দুটো শর্ত আছে।"

রাজীব বলল, "তোর সব শর্ত মানতে আমি রাজি। তুই শুধু একবার চল।"

সুজিত বলল, "শ্রেয়া যেন না জানে। ও জানলে আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। আর আমি অসুস্থ হয়ে পরলে, আমার দেখভাল করিস, ঠিক মতো বাড়ী পৌঁছে দিস কিন্তু।"

রাজীব বলল, "এই কথা তুই আর আমরা ছাড়া কেউ জানবে না। আর তুই নিশ্চিন্তে থাক, আমি যখন তোকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি আমার কাজের জন্য, তোর ভালোমন্দর ভার সম্পূর্ণ আমার ওপর। আর ভুলে যাচ্ছিস কেন আমি ডাক্তার – Dermatologist হলেও basic medicine তো ভুলে যাই নি।"

বিপ্লব শাস্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক হল উনিশে এপ্রিল সন্ধ্যাবেলাতেই সুজিত যাবে সুখসায়রে। কারণ উনিশে এপ্রিল উত্তীয়র মৃত্যুদিন। রাতটা থেকে পরের দিন রবিবার সকালে সুজিত রামপুরহাট ফিরে আসবে। শ্রেয়াকে একটা convincing ঢপ দিতে হবে যাতে ও কিছু সন্দেহ না করে।

১০

উনিশে এপ্রিল, শনিবার সন্ধ্যে ছটা নাগাদ সুজিত সুখসায়রে চলে এল। আজ বেশ গুমট গরম, আকাশে মেঘ নেই বললেই চলে। দেবী সুজিতের জন্য লুচি, আলুরদম আর রসগোল্লার পায়েস তৈরি করেছিল। ওরা সবাই একসঙ্গে বসে খেল।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ঠিক হল, সুজিত একা ছাদে গিয়ে বসবে, আর কেউ সেখানে থাকবে না। এক cup coffee আর আজকের আনন্দবাজার পত্রিকাটা নিয়ে সে উত্তীয়র জন্য অপেক্ষা করবে। তারপর দেখা যাক কি হয়..... সকলেই clueless, আদৌ কিছু হবে কিনা কে জানে।

রাজীবরা দোতলায় থাকবে। কোনও দরকার হলে সুজিত mobile এ call করলেই ওরা উপরে উঠে আসবে।

রাজীবদের ছাদে খুব সুন্দর একটা garden chair রাখা থাকে। আর আছে একটা coffee table তার ওপর একটা LED reading lamp। সুজিত আরাম করে garden chair টাতে বসল; গরম coffee তে চুমুক দিতে দিতে reading lamp এর মৃদু আলোতে আনন্দবাজার পত্রিকাটার পাতায় চোখ বোলাতে লাগল।

মাত্র সাড়ে আটটা হলেও চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই coffee table টা যেন অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটি আলোর দ্বীপ।

মিনিট দশেক পর সুজিতের নাকে একটা মিষ্টি perfume এর গন্ধ এল এবং ওর মনে হল কে যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে redaing light এর মৃদু আলোতে দেখতে পেল সেই কালো poloneck t-shirt পরা ঝাঁকড়া চুল আর ঘন দাড়িওয়ালা ছেলেটিকে। কাঁধে একটা acoustic guitar।

সুজিতের বুঝতে অসুবিধা হল না ছেলেটা কে। ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। এক sip coffee খেয়ে সে ছেলেটির উদ্দেশ্যে বলল, "কাছে এসো। যদি আমি খুব ভুল না করে থাকি তুমিই ডাঃ উত্তীয় ধর তো ?"

ছেলেটি বলল, "ঠিকই ধরেছেন।"

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, "তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি ? তুমি পাশে এসে বসবে ?"

"স্বছন্দে", বলল ছেলেটি, আর সুজিতের সামনে ছাদের মেঝেতে উবু হয়ে বসল।

"আমি তোমার সব কথাই শুনেছি।" বলল সুজিত, "তুমি বার বার এই বাড়ীতে, যেটি এখন আমার বন্ধু ডাঃ রাজীব বসুর বাড়ী, সেখানে ফিরে আস। কেন ? তোমার কাউকে কি কিছু বলার আছে ?"

ছেলেটি বলল, "আপনি আমার সম্বন্ধে কোনও কথাই শোনেননি। আমার বাবা মা ডাক্তারবাবুদের সব কথা বলেননি।

আমি পাঁচ বছর আগে ঠিক এই দিনে, এই চিলেকোঠার ঘরে, sleeping pills খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলাম – rather I was forced to commit suicide ।

হয়ত কাজটা ঠিক করিনি। বাবা মা আমাকে খুব ভালবাসতেন – আমি তাদের একমাত্র সন্তান – ওঁরা অনেক কষ্ট পেয়েছেন।

কিন্তু শ্যামলী যে আমাকে দুঃখ দিয়েছিল – তা আমি সহ্য করতে পারিনি।"

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, "শ্যামলী কে?"

ছেলেটি বলল, "শ্যামলী ছিল আমার medical college-এরই batchmate। second year থেকে আমাদের প্রেম। আমি ওকে খুব ভালবাসতাম। এই বাড়ীতেও শ্যামলী দু দুবার এসেছিল।"

"তারপর কি হল?" প্রশ্ন করল সুজিত।

ছেলেটি বলল, "Internship এর সময় থেকে শ্যামলী আমাদের এক senior দাদা বৈভব আগরয়ালের প্রেমে পড়ে। তা সে বৈভবদার প্রেমে পড়তেই পারে – বৈভব দা আমার থেকে বেশী handsome, আমার চেয়ে better student আর আমার থেকে অনেক বেশী বিত্তবান ; বৈভবদার বাবা বড় industrialist।

কিন্তু শ্যামলীর যে আমাকে আর ভালো লাগছিল না সেটা ও আমাকে বলে দিতেই পারত। আমি নিজের থেকেই সরে যেতাম, যত কষ্টই হোক। শ্যামলী আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে গেছে – আমাকে প্রতারণা করেছে। আমার feelings নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করেছে। শ্যামলীর প্রতি আমার প্রেম কিন্তু genuine ছিল। শ্যামলী ছাড়া আমি কোনোদিন আর কাউকে আমার জীবনসঙ্গী হিসাবে কল্পনা করতে পারিনি। যখন বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেলাম শ্যামলী আমাকে লুকিয়ে সমান্তরাল ভাবে বৈভবদার সঙ্গে প্রেম করে চলেছে – প্রথমটা তো বিশ্বাসই করতে পারিনি – তারপর যখন সত্যটা জানলাম, সেই কষ্ট আমি নিতে পারিনি। শ্যামলী ছাড়া আমার জীবন বৃথা – তাই নিজেকে শেষ করে দিতে বাধ্য হই।" এই বলে ছেলেটি একটু থামল, আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

সুজিত বলল, "বুঝলাম। খুবই কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু এতে আমার বন্ধুর কি দোষ ? তাদের প্রতি তোমার আক্রোশ কেন ? তাদের কে তুমি ভয় দেখাও কেন ? ওরা তো এই বাড়ীতে থাকতে ভয় পাচ্ছে।"

এই কথা শুনে ছেলেটির ফরসা মুখটা যেন রাগে লাল হয়ে গেল। সে যেন গর্জে উত্তর দিল। "This is a false allegation, absolutely false। আমি কাউকে ভয় দেখাই না, কাউকে কোনোদিন disturb করিনি।"

পরক্ষনেই একটু নরম হয়ে, একটু উদাস হয়ে বলল, "এখন আমার আর কারো প্রতি কোনও আক্রোশ নেই – শ্যামলী বা বৈভবদার উপরও নয়।"

"তাহলে?" জিজ্ঞেস করল সুজিত।

"আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?" অনুনয়ের সুরে বলল ছেলেটি, "আমি শ্যামলীর উদ্দেশ্যে একটা গান লিখেছিলাম, সুর ও দিয়েছিলাম। আমার জীবনের, আমার লেখা একমাত্র, প্রথম এবং শেষ গান।

গানটার text আর আমার নিজের গলায় গাওয়া audio clip আমার email-এ আছে। সামনের চিলেকোঠার ঘর থেকে একটা writing pad আর pen নিয়ে আসুন – আমার email id আর password টা লিখে নিন।" এই বলে ছেলেটি সুজিতকে ওর email এর id আর password টা বলল।

"sent to শ্যামলী পাল। subject দেখবেন ***'কি গানে বলব তোমায় কত ভালবাসি।'*** ওটাই আমার গানের first line। আমি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার তিনদিন আগে শ্যামলীকে গানটা পাঠিয়েছিলাম। কোন উত্তর পাই নি; জানিনা ও শুনেছিল কিনা।"

"একটা অনুরোধ," অশ্রুভেজা গলায় ছেলেটি সুজিতকে বলল, "আমার এই অপ্রকাশিত গানটা medical college এর আমাদের গানের band এর বন্ধুদের পাঠিয়ে দেওয়ার বাবস্থা করুন, বিশেষ করে Sunny কে। Sunny, অর্থাৎ ডাঃ সুনীল নস্কর, আমাদের lead singer। আমি চাই আমার এই গানটা ওরা ভালো করে arrange করুক, সুন্দর করে গাক, ওটা viral হোক, সবাই শুনুক, শ্যামলীও শুনুক। এটাই আমার সর্বশেষ residual ইচ্ছা।

আমি এখান থেকে চিরতরে চলে যাব। আমি জানি এখানে থাকার আমার আর কোনও অধিকার নেই। আমার জন্য আর কোনোদিন কেউ বিব্রত বোধ করবে না, ভয় পাবে না। আপনার বন্ধুকে জানিয়ে দেবেন। আমি চললাম। Bye। আর আসব না।"

এই গুমট গরমের মধ্যে সুজিত অনুভব করল যেন একটা ঠাণ্ডা, মিষ্টি দমকা হাওয়া বয়ে গেল আর ঐ handsome ছেলেটা মুহূর্তের মধ্যে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সুজিতের খুব exhausted লাগছে, নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। mobile এ call করে রাজীবদের ছাদে ডাকল। নিচে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেল, কিছুক্ষণ চুপচাপ rest নিল।

একটু recovery র পর সুজিত সবিস্তারে রাজীবদের সব কথা জানালো। সুজিতের মনে এখন একটা পরিতৃপ্তির ভাব, a feeling of satisfaction – ও বোধ হয় ওর বন্ধুকে সত্যিই সাহায্য করতে পারল।

সুজিত উত্তীয়র email id আর password লেখা কাগজটা রাজীবের হাতে দিয়ে ওটা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজীবকে বলল।

রাজীবও দেরি না করে পরের দিনই উৎপল বাবুকে phone করে সব বলল, তার মৃত ছেলের অপ্রকাশিত গানের কথা, তার পার্থিব জীবনের শেষ ইচ্ছার কথা।

১১

পরের বছর জানুয়ারি মাসে Medical College এর Reunion এ প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে উত্তীয়র লেখা ও সুর দেওয়া মিষ্টি প্রেমের গানটা Sunny তার band নিয়ে গাইল ; গানটা dedicate করল তাদের অতিপ্রিয় সতীর্থ স্বর্গীয় ডাঃ উত্তীয় ধরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

আশাতীত appreciation পেল। অচিরেই গানটা Instagram, Facebook, আর Youtube-এ viral হল আর অনেক like, subscribe আর share পেল – এই মিষ্টি প্রেমের গানটা আশ্চর্য ভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হল, শুধুমাত্র এপার বাংলাতে নয়, ওপার বাংলাতেও।

বলাই বাহুল্য, সেই দিনের পর থেকে দেবী বা রূপুকে সুখসায়রে আর কোনও রকম অদ্ভুত, অপার্থিব বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

হ্যাঁ, প্রত্যেক উনিশে এপ্রিল স্বর্গীয় ডাঃ উত্তীয় ধরের লেখা ও সুর দেওয়া গানটা একবারের জন্য হলেও রূপু Youtube-এ Play করে, যেন উত্তীয়কে স্মরণ করার জন্যই, যেন একজন জীবদ্দশায় স্বীকৃতি না পাওয়া তরুন শিল্পীকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদানের জন্যই।

এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তব কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য নিতান্তই কাকতালীয় ও অনিচ্ছাকৃত।